OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 561 - 572
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বহুরূপী-পূর্ব ‘রক্তকরবী’ : উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন

নবমিতা সাহা
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: nsaha01101992@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Raktakarabi, Letter of Tagore, Sisir kumar Bhaduri, Debabrata Biswas, Tagore Dramatic Group.

Abstract

In the summer of 1923, while in Shillong, Rabindranath Tagore began writing his play ‘Raktakarabi’. The play reflects both his observations of the contemporary age and the impact of his travels in the West during 1920–21. Even after a century, its relevance has not diminished; rather, it has continued to grow. Tagore devoted extraordinary effort to the composition of this work, rewriting it in its entirety ten times before publication in order to achieve the expression he desired.

However, despite being the first producer-director of most of his own plays, Tagore never staged Raktakarabi. This naturally raises the question: why? It is well known that the play had to wait nearly thirty years for a successful production, which was finally implemented in 1954 by the theatre group Bohurupee.

Yet, prior to this landmark production, ‘Raktakarabi’ had been staged several times, and Tagore himself had made multiple attempts to bring it to the stage. Many others also undertook such initiatives, though not all of them were successfully implemented.

In this article we try to discuss Tagore’s own efforts to stage the play, the reasons why these attempts was not Staged, as well as other early initiatives and pre-Bohurupee performances of ‘Raktakarabi’.

Discussion

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মবকাশে শিলং-এ বসে রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ নাটকটা লিখেতে শুরু করেছিলেন, একটা শতাব্দীর প্রতি তাঁর যে পর্যবেক্ষণ এবং ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দের পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিঘাত এই নাটকে প্রতিফলিত। এবং ‘রক্তকরবী’র বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেও আমরা বুঝতে পারি ২০২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়িয়েও নাটকটি কতখানি প্রাসঙ্গিক। আসলে যা কিছু ক্লাসিক বা চিরায়ত তার মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকে, যার জন্য সেটি সব দেশে সব কালেই আয়ত। ‘রক্তকরবী’ও তেমনই একটি রচনা।’ *রক্তকরবী* নাটকটির পেছনে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক পরিশ্রম করেছিলেন, নাটকটি ছাপার আগে কবি এটা আগাগোড়া দশবার লিখেছিলেন তাঁর আকাঙ্খিত ভাষ্যে পৌঁছনোর জন্য। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল সবটা যেন বলা হল না, আর তাই তাঁকে সাহায্য নিতে হয়েছিল ছবির, যে ছবি এঁকেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। এবং আরও একটি অবাক করবার মতো বিষয় হল, যে নাটকটিকে মনের মতো রূপ দিতে কবি এত পরিশ্রম করলেন সেই নাটকটিকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিনি কোনোদিন মঞ্চস্থ করলেন না। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, কেন? এবং এই তথ্যটা সকলেরই জানা যে, এই নাটকটিকে সফল মঞ্চায়নের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল তিরিশ বছর। বহুরূপীর হাতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে নাটকটির প্রথম সফল রূপায়ণ ঘটে। কিন্তু তার আগেও বেশ কয়েকবার 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয়েছিল, এবং স্বয়ং কবি এই নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বেশ কয়েকবার, আরও অনেকেই উদ্যোগ নিয়েছেন, সব উদ্যোগ বাস্তবায়িতও হয়নি। এই নিবন্ধে আমরা 'রক্তকরবী' প্রযোজনার ব্যাপারে স্বয়ং কবির উদ্যোগ, অভিনয় না হওয়ার কারণ, অন্যান্যদের উদ্যোগ এবং বহুরূপী পূর্ববর্তী 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়ন সম্পর্কে আলোচনা করব।

১. কবির উদ্যোগ এবং অভিনয় না হওয়ার কারণ : রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সব নাটকেরই অভিনয় করেছিলেন, কোনো একটি নাটক লেখার পর সেটা আত্মীয়বন্ধুদের সামনে পড়ে শোনানো এবং তারপর তা অভিনয়ের বন্দোবস্ত করা, এইরকমটাই দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ নাটকের ক্ষেত্রে, 'তাঁর অধিকাংশ নাটকের প্রথম পরিচালক-প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ নিজে', দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। যেমন- 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনয়ের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, ১৬ই জানুয়ারি ১৯১২ সালে এবং সাড়ে চারবছরেরও বেশি সময় পর নাটকটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়েছিল, ১০ই অক্টোবর ১৯১৬ সালে। তার আগেই 'ডাকঘর' এর ইংরেজি অনুবাদ 'Post Offic', যে অনুবাদ করেছিলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সেটি ডাবলিনের অ্যাবে থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল ১৭ই মে ১৯১৩ সালে। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী লিখেছেন, —

> "ডাকঘর অভিনয় করায় রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল নায়ক অমল চরিত্রাভিনেতাকে নিয়ে, মঞ্চায়নের বিলম্বের কারণ হয়তো সেটা।"[১]

এবং এ প্রসঙ্গেই তিনি অসিতকুমার হালদারের মন্তব্যকে উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্যের যুক্তি দিয়েছেন, —

> "ডাকঘর প্লে করবার ভয় রবিদার সর্বদা ছিল এই অমলের পার্ট নিয়ে। ছোটো শিশু অথচ স্বাভাবিকভাবে পার্টটি অভিনয় করবে এ ছিল তাঁর ভাবনার অতীত।"[২]

সেইরকম আর একটি নজিরবিহীন ব্যতিক্রম 'রক্তকরবী'। 'রক্তকরবী' লেখাকালীন এবং লেখার পর রবীন্দ্রনাথ নাটকটি একাধিকবার তাঁর আত্মীয়বন্ধু মহলে পড়ে শোনান যেমনটা তিনি অন্যান্য নাটকের ক্ষেত্রেও করতেন, রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা বেশ কিছু চিঠিপত্রে এবং যারা সেই অমূল্য অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন তাদের কারও কারও স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে কবি নাটকটা কোনোদিনই অভিনয় করলেন না। অথচ 'রক্তকরবী' অভিনয়ের ইচ্ছে যে কবির ছিল না তা কিন্তু নয়, কারণ তাঁর একাধিক চিঠিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে '*রক্তকরবী* অভিনয়ের ইচ্ছে নাটকটি লেখাকালীনই ওঁর মনে তৈরি হয়েছিল। যেমন- 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র অভিনয়-আকাঙ্খার কথা জানা যায়, তিনি লিখেছিলেন,—

> "যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজা সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্রমাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভালো হয়। অভিনয়ের পূর্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।"[৩]

এর পরপরই ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ এ শান্তিনিকেতন থেকে রাণু অধিকারীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, —

> "আমার ইচ্ছে সেই যক্ষপুরীর অভিনয় করে অভিনয়ের আর একরকম ধারা দেখিয়ে দিই। তার উপযুক্ত দেশকাল পাত্র কবে জুটবে জানিনে।"[৪]

এর থেকে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মনে 'রক্তকরবী' অভিনয়ের ইচ্ছে কতখানি প্রবল ছিল। কোনো চিরাচরিত ধরনে নয়, বরং অভিনয়ের এক ভিন্নধারা বা প্যাটার্নের ভাবনাও রবীন্দ্রনাথের মাথায় ঘুরছিল। শুধু নাটকটিকে আগাগোড়া দশবার বদল নয়, 'রক্তকরবী'র অভিনয় নিয়েও যে অন্যরকম ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মাথায় ঘুরছিল এই চিঠির বয়ান তার প্রমাণ। 'আর একরকম ধারা' সেটা ঠিক কিরকম আমরা জানতে পারি না, তবে তা তৎকালীন পেশাদার মঞ্চের অভিনয়ের ধারা বা এযাবৎ হওয়া ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ের ধারার চেয়েও কি কিছু আলাদা? 'রক্তকরবী'র ইংরেজি অনুবাদ 'Red Oleanders' প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি বিশেষ শারদ সংখ্যায় ১৯২৫ সালে, সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল 'রক্তকরবী'

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবলম্বনে আঁকা গগনেন্দ্রনাথের কিছু ছবি। সেখানে রক্তকরবীর বেশ কিছু ছবির সঙ্গে রয়েছে মঞ্চরূপের ছবি, সেই ছবি সম্পর্কে পুলিন দাস লিখেছেন, —

> "মঞ্চে পশ্চাৎপটের মাঝখানে নাটকবর্জিত প্রেতপুরীর স্তম্ভ, একদিকে পৃথিবীকে অন্যদিকে স্বর্গকে বিদ্ধ করে দণ্ডায়মান। ধাপে ধাপে নেমে গেছে যেন পাতালের গহ্বরে। স্তম্ভের উভয়পার্শ্ব রক্তাভমন্ডিত শোষণযন্ত্রের ধাপ বেয়ে চুইয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তস্রোত। স্তম্ভের ডানদিকে কোণে জানালা। প্রথম ছবিতে জানালার নীচে রক্তাক্ত হাতের ছাপ। আর দ্বিতীয় ছবিতে জানালার নীচে থেকে কিছুটা সরে এসে প্রেতযন্ত্রের দু'পাশে রক্তাক্ত দু'হাতের দুই ছাপ। দু'পাশে খাড়া তিন সারি পার্শ্বপট (উইংস) আর সামনে অল্প উঁচু বেষ্টনী।"[৫]

এইরকম কিছু মঞ্চভাবনার কথা কি রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন, যা সেই সময়কার মঞ্চসজ্জার থেকে একেবারে আলাদা। 'রক্তকরবী' প্রথম প্রকাশের তিরিশ বছর পর যখন বহুরূপীর হাতে এই নাটক মঞ্চস্থ হল তখন সেই প্রযোজনার মঞ্চসজ্জাতেও ছিল এইরকম ধাপ বা সিঁড়ি, চত্বর, রক্তাভ দরজা ইত্যাদি। এবং মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে প্রথম আইডিয়াটা যে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি থেকেই এসেছিল সে কথা শম্ভু মিত্র নিজেই বলেছেন। এরপর ১৩ই অক্টোবর ১৯২৩ (আশ্বিন ১৩২৩)-এ আবারও রাণু অধিকারীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, —

> "কাল সন্ধ্যের সময় সেই নন্দিনী নাটকটার একটা পাঠ দিয়েছিলুম। অনেক বদল হয়ে গেছে। জান বোধহয় এখন তার নাম হয়েছে রক্তকরবী। সবাই শুনে বললে রাণু না হলে নন্দিনীর ভূমিকা কেউ করতে পারবে না। তোমার উপরে সকলেরই পক্ষপাত...।"[৬]

প্রণয়কুমার কুন্ডু মাননীয়া লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন তা থেকেও রবীন্দ্রনাথের এই অভিনয়েচ্ছার প্রমাণ মেলে। তিনি লিখেছেন, —

> "রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরে জানালার ধারে একটি টেবিলে লিখতেন। রাণু সারা বাড়িতে দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে ডেকে বলতেন, 'নাটক লিখছি, তোকে অভিনয় করতে হবে।"[৭]

তবে শুধুমাত্র রাণু অধিকারী নন রবীন্দ্রনাথের চোখে নন্দিনী হবার মতো মুখ ছিল আরও দু'জন। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'রক্তকরবী' অভিনয় করবেন একেবারে স্থির করে ফেলেছেন সেই সময় তিনি নন্দিনীর চরিত্রে মনোনীত করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের কনিষ্ঠা ভগিনী রেবা দেবীকে। ৮ই নভেম্বর ১৯২৭, বাংলার ২২শে কার্তিক ১৩৩৪ শান্তিনিকেতন থেকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রেবা রায়কে লিখেছিলেন, —

> "এবার রক্তকরবী অভিনয় করা স্থির। নন্দিনীর ভূমিকা নেবার উপযুক্ত কাউকে দেখচিনে। তুমি যদি এই দায় নিতে রাজি হও তা হলে অভিনয় সম্ভব হবে, নইলে হয় কিনা সন্দেহ। আমাকে রাজা ও দিনুকে বিশু সাজতে হবে। আর সমস্ত পাত্র একরকম জুটিয়ে নিয়েছি, তুমি কি যোগ দিতে পারবে না?"[৮]

সেই একই দিনে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখেছিলেন, —

> "রক্তকরবী অভিনয়ের আয়োজন করেচি...।"[৯]

কিন্তু তার ঠিক দু'দিনের মাথায় ১০ই নভেম্বর ১৯২৭ নির্মলকুমারী মহালানবিশকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছিলেন, —

> "রক্তকরবী অভিনয়ের আয়োজন অল্প একটু শুরু করেছিলুম - একে একে বিস্তর বাধা ঘটল। ওর আশা ছাড়তে হল। দেখি আর কি করা যায়।"[১০]

রক্তকরবী করার পক্ষে কি কি বাধা ঘটেছিল সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে নাটকের পাত্র-পাত্রী নিয়ে একটা সমস্যা ঘটেছিল, বিশেষত নন্দিনীকে নিয়ে। ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪, ইংরেজির ১৪ই নভেম্বর ১৯২৭ আবারও রেবা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, —

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "অসুস্থ শরীরকে ক্লিষ্ট করে তুমি অভিনয় করবে এমন কথা আমি কল্পনাও করি নি। তোমার রোগশয্যার মেয়াদ ফুরিয়ে যাক তার পরে ডিসেম্বর থেকেই রিহার্সাল সুরু করা যাবে - জানুয়ারীর মধ্যে অভিনয় হতে পারলেই চলবে। যদি রক্তকরবী লোকের অভাবে অভিনয় করা অসম্ভব হয় তবে 'রাজা' করব তাতে তোমাতে সুদর্শনা সাজতে হবে।"[১১]

এই চিঠির বয়ানগুলো থেকে বোঝা যায় রেবা দেবীর অসুস্থতার কারণে নন্দিনীর অভাবেই সেইবারে আর রক্তকরবীর অভিনয় হল না। তবে রেবা দেবীকে লেখা চিঠিতে এও বলেছিলেন 'যদি রক্তকরবী লোকের অভাবে অভিনয় করা অসম্ভব হয় তবে 'রাজা' করব'। তবে কি রক্তকরবীতে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য মনমতো লোকজনও রবীন্দ্রনাথ পাচ্ছিলেন না? যে ভিন্ন ধারার প্রযোজনা-অভিনয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন 'রক্তকরবী'র জন্য, সেইরকম উপযুক্ত অভিনেতার কি অভাব বোধ করছিলেন তিনি? তারও পরে ১৯২৯ এ শান্তিনিকেতন থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, —

> "তপতীর ঝাঁজ মরবার পূর্ব্বেই দাবী আসচে রক্তকরবীকে স্টেজে চড়াবার জন্যে। আমার বিক্রমের আমলের প্রেয়সী এইখানেই উপস্থিত আছেন বলে মনে ভাবচি আর এক মূর্ত্তিতে তাঁরই সাধনা করবার লীলাটা জাগিয়ে রাখতে দোষ কী?"[১২]

'তপতী'র সুমিত্রার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর। শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর এক স্মৃতিকথায় বলেছিলেন,—

> "এতো খুশি হয়েছিলেন 'তপতী'র সার্থকতায় যে ওঁর খুব ইচ্ছে হয়েছিল 'নন্দিনী' টা করবার। আমায় অনেক করে বললেন, তুই যদি নন্দিনী হোস তাহলে একবার ওটা করাই। আমার কি যে দুর্বুদ্ধি হল আমি কেবলই বলতাম নন্দিনী আমি পারব না। এখন এজন্যে এতো আপশোষ হয় বলবার নয়। ... উনি কিন্তু বলতেন 'তুই পারবি, আমি শিখিয়ে দেব। আমি ওঁর নাতনি নন্দিতার কথা বলেছিলাম কারণ ও খুব ভালো অভিনয় করতে পারত। বল্লেন, ও যে বড়ো বেটে'।ওই একটি ত্রুটির জন্যে ওকে নিয়ে চেষ্টা করলেন না।"[১৩]

আমাদের বিবেচনায় বারংবার নন্দিনী এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর অভাবেই শেষপর্যন্ত 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয়নি। পরবর্তীতে আর কোনো চিঠিতেই নিজে 'রক্তকরবী' করবার কথা কবি তোলেননি। তবে এতগুলো চিঠির বয়ান থেকে এটা স্পষ্ট যে 'রক্তকরবী' করবার ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল ভাবেই ছিল, অভিনয়ের উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন কিন্তু সে ইচ্ছে 'ফলবতী' হয়নি। শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, —

> "নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করাবার যোগ্য কাউকে তেমন পাচ্ছিলেন না, শুধু নন্দিনী নয়, কিন্তু প্রধানত নন্দিনী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কাউকে তেমন পাচ্ছিলেন না বলে তাঁর অন্য নাটকের প্রযোজনা করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজে এটা করে উঠতে পারেননি।"[১৪]

এছাড়াও ১৯৭২ সালে শারদীয়া 'নূতন ভারত' পত্রিকায় 'রক্তকরবী-র প্রথম অভিনয়' এই শিরোনামে কল্যাণাক্ষ বন্দোপাধ্যায় এক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, —

> "শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, যে নন্দিনী তাঁর ধ্যানোৎসারিত হয়ে লেখনীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে সে নন্দিনীকে বাস্তবের মিছিলে কোথাও তিনি খুঁজে পাননি। তাই, 'রক্তকরবী'র মঞ্চে উপস্থাপনের কোনো পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেননি।"[১৫]

এইরকমই আরও একটি বক্তব্য শোনা যায় 'রক্তকরবী' অভিনয় প্রসঙ্গে আশ্রমকন্যা অমিতা সেনের সাক্ষাৎকারে। তিনি বলেছিলেন, —

> "শুনেছি গুরুদেব রক্তকরবী নাটকে নন্দিনীর কাল্পনিক মূর্তি খুঁজে পাননি বলে এই নাটকটি কখনও তিনি মঞ্চস্থ করেননি।"[১৬]

২. **অন্যান্যদের উদ্যোগ :** 'রক্তকরবী'র অভিনয় রবীন্দ্রনাথ করতে পারলেন না, তবে এই অভিনয়ের ভার কবি আর একজনের ওপরও দিতে চেয়েছিলেন, তিনি হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। যদিও যেসময় তিনি শিশিরকুমারকে এই নাটকটা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করবার ভার দিয়েছিলেন সেইসময় তিনি নাটকটা অভিনয়ের ব্যাপারে একেবারে হালছাড়া হননি। তবে ১৯২৩ সালের (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) 'প্রবাসী'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশ না করে নাটকটা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রকাশ করতে চাওয়ার পেছনে অভিনয়ও যে একটা বড়ো কারণ ছিল তা কবির পূর্বোক্ত চিঠি থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু ফাল্গুন-চৈত্র মাস (১৩৩০) পেরিয়ে গেলেও 'রক্তকরবী'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত কোনো অভিনয় হয়ে ওঠে না। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৩০ শে শ্রাবণ (১৯২৪ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি) 'নাচঘর' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হল—

> "রবীন্দ্রনাথের নতুন নাটক 'রক্তকরবী', প্রবাসী মাসিক পত্রে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এমনতর অপূর্ব বিরাট রচনা বাংলা দেশে ত নয়ই, পৃথিবীর কোনো দেশের নাট্যসাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে কিনা এ পর্যন্ত জানিনা। ... দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলার কবির হাতে তৈরি এত বড় নাটক – যার গৌরব পৃথিবীর সর্বদেশে পরিব্যপ্ত হতে বিলম্ব ঘটবে না, তাকে গ্রহণ করবার মতো শক্তি কবির জন্মভূমি বাংলাদেশের কোনো নাট্যশালা এ পর্য্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। এবং একে বরণ করে নেবার মতো রসগ্রাহিতা আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এখনো জন্মলাভ করেনি।"[১৭]

এই প্রতিবেদনের দিনকয়েক পরেই ১৩ই ভাদ্র ১৩৩১ 'নাচঘর' পত্রিকাতেই আবার লেখা হল—

> "রসিক সমাজকে আজ আমরা আর একটি আনন্দ-সংবাদ দিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগ্রহে শিশিরকুমার তাঁর নূতন ও অপূর্ব্ব নাটক 'রক্তকরবী' অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছেন। নাটকখানি শীঘ্রই 'প্রবাসী'র পত্রে আত্মপ্রকাশ করবে;-তা পাঠ করলে সকলেই বুঝতে পারবেন যে, এ শ্রেণীর নাটক বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনো অভিনীত হয়নি এবং শীঘ্র হতও কি না সন্দেহ, কারণ প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এখন এ-রকম নাটক অভিনয় ক'রে সফল হবার শক্তি, সাহস ও প্রতিভা আছে, একমাত্র শিশিরকুমারেরই। পরন্তু, 'রক্তকরবী'র অভিনয়েও শিশিরকুমার যদি তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে বাংলা নাট্যজগতে যথার্থই নবযুগের প্রবর্তন হবে। আমরা সাগ্রহে সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণের প্রতীক্ষায় রইলুম।"[১৮]

এর থেকে বোঝা যায় নাটকটি প্রকাশ করবার আগেই তা অভিনয়ের যে অভিপ্রায় কবির মনে ছিল, যেমন তা তাঁর অন্যান্য নাটকের ক্ষেত্রেও থাকত সেটা কোনো কারণে ঘটে না ওঠায় নাটকটি প্রকাশের আগেই সে ভার তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে দিয়েছিলেন। যদিও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর হাতেও সে নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। কবিগুরুর আগ্রহ সত্ত্বেও কেন শিশিরকুমার সে নাটক মঞ্চস্থ করলেন না এ প্রশ্ন মনে জাগে।

উপরোক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরের মাসেই 'প্রবাসী'র আশ্বিন পূজা সংখ্যায় (১৯২৪) 'রক্তকরবী' একটি স্বতন্ত্র ক্রোড়পত্র রূপে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। সেই মাসেই ১৭ই আশ্বিন ১৩৩১ 'নাচঘর' পত্রিকায় নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন, —

> "...এই দেখুন না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' বইখানা শিশিরবাবু অভিনয় করবেন ঠিক করেছেন শুনছি। কিন্তু এই বইখানার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই লোকে রায় দিয়েছে যে ওটা দুর্বোধ্য নাটক।"[১৯]

এর কিছু মাস পর ১১ই পৌষ ১৩৩১, 'নাচঘর' পত্রিকা, সাধারণ রঙ্গালয়ে এই 'দুর্বোধ্য' নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে লিখেছিলেন, —

> "এসব নাটকের অভিনয়ে অবশ্য রঙ্গালয়ের কর্তাদের পকেট ভারি না হতে পারে, কিন্তু অভিনেতাদের শক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যাবে যথেষ্ট এবং যথার্থ রসিকদের কাছে সে আনন্দ তো অল্প লাভের ব্যাপার নয়। আর্টের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সওদাগরি ভুললে ক্ষতি কি?"[২০]

কিন্তু সেই পূর্বকথিত মাহেন্দ্রক্ষণ অর্থাৎ শিশির ভাদুড়ীর হাতে 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়ন বিলম্বিত হওয়ায় ২২শে ফাল্গুন ১৩৩১ 'নাচঘর' পত্রিকায় আবারও লেখা হয়েছিল, —

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এবারে সমুদ্রযাত্রা করবার কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে ডেকে তাঁর 'রক্তকরবী' নাটক পড়ে শুনিয়েছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হচ্ছে শিশিরকুমার নাটকখানি অভিনয়ের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। 'রক্তকরবী' নাটক অভিনয়ের কি হল।"[২১]

এত খোঁজখবর সত্ত্বেও 'রক্তকরবী' অভিনয় হল না। না হবার একটা কারণ নন্দিনীর অভাব। অমল মিত্র লিখেছেন, —

> "যথাযোগ্য নন্দিনী পাওয়া যায়নি। নাট্যাচার্যের কাছে শুনেছি কবির কানে এ খবর পৌঁছোয় এবং তিনি শিশিরকুমারকে ডেকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবানীকিশোরকে নন্দিনীর ভূমিকায় নামাতে বলেন। ... কিন্তু সেদিনের দর্শক পেশাদার মঞ্চে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় কোনো পুরুষ শিল্পীর আবির্ভাব হয়তো খুশি মনে নেবেন না, তাই শিশিরকুমার কবির প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি।"[২২]

তবে শুধুই কি নন্দিনীর অভাবে শিশিরকুমার 'রক্তকরবী' করলেন না, নাকি নাটকটির অভিনয়গুণ এবং পাশাপাশি সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকের বোধগম্য হবার বিষয়টি সম্পর্কেও তিনি সংশয়ান্বিত ছিলেন! প্রভাতকুমার দাস লিখেছেন, —

> "একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রক্তকরবী পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বেই অভিনয় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার অভিযোগই সবচেয়ে প্রধান হয়ে উঠেছিল।"[২৩]

এ প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য। স্বয়ং কবির মুখে 'রক্তকরবী'র পাঠ শোনার সৌভাগ্য যারা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার একজন। সেই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছিলেন, —

> "দুঃসাহসী শিশিরকুমার ভাদুড়ী সাধারণ রঙ্গালয়ে তার অভিনয় দেখাবার জন্যে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হলে আমাদের তথাকথিত 'থিয়েটারী' জনতার কাছে 'রক্তকরবী' যে অভিনন্দন লাভ করত, এসব বিশ্বাস আমাদের নেই। মুক্তা বেশ দামী আর সেরা জিনিস, কিন্তু তার সমঝদাররা যে বেণাবনবাসী নয়, প্রবাদ সে কথা আগে থাকতেই বলে রেখেছে।"[২৪]

এবং এই প্রশ্নটাকে আরও বেশি উস্কে দেয় পরবর্তী সময়ের একটি বিতর্ক, শোনা যায় ১৯৫৪ সালে বহুরূপীতে যখন 'রক্তকরবী' করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন সেই সিদ্ধান্তের কথা শুনে শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছিলেন, —

> "না না ওসব নয়। ও হাফ-ফিলজফি হাফ-থিওলজি, হাফ-পলিটিক্স। নাটক করো, নাটক। ..."[২৫]

শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে শুধুমাত্র দর্শকের ভালো-মন্দ লাগার কথা ভেবে বা ব্যবসায়িক দিকের কথা ভবে নাটকটি করেন নি তা নয়, কারণ *'রক্তকরবী'* প্রকাশের কিছু বছর পরেই ১৯২৯ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ী রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে শঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন, —

> "শিশিরকুমারের অত্যন্ত ঝোঁক হল-রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকের অভিনয় করবেন। অনেকে আপত্তি তুললেন...বললেন- যে সব দর্শকের পয়াসায় বাঙলা রঙ্গমঞ্চ চলছে, তারা 'তপতী' বুঝবে না - উঁচু শীটে ভিড় হবে, - তাতে শুভার্থী বন্ধুবান্ধব বেশী - যাঁরা টিকিট কিনে থিয়েটার দেখেন না - তাঁরা এসে খুব তারিফ জানাবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে হবে লোকসান। ... শিশিরকুমার তাতে জবাব দিয়েছিলেন - ব্যবসা করছি সত্য, তা বলে ব্যবসাদারীর খাতিরে 'তপতী' নাটকে অভিনয় করব না! গতানুগতিক রীতিতে শুধু গ্যালারি মাতানো ... তা আমি পারব না। লোকসান হয়, দুঃখ থাকবে না - তপতীর অভিনয় আমি করবোই এবং এই জিদ বজায় রাখতে তিনি উদ্যোগী হলেন 'তপতী'র অভিনয় করতে।"[২৬]

এবং 'তপতী' চলল না। শঙ্কর ভট্টাচার্য আরও লিখেছেন, —

> "...তপতী চলল না। আর্টিষ্টিক সাফল্য হল সত্য কিন্তু আর্থিক সাফল্য মোটেই হল না। শিশিরকুমার লোকসানের ধাক্কা সামলাতে পারলেন না। কয়েক রাত্রি প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহেই অভিনয় করলেন। এক অভিনয়-রাত্রে শ্রীমতী প্রভাদেবী কেঁদে ফেলে শিশিরকুমারকে বললেন, - 'বাবা, খালি হলে কেমন করে অভিনয় করি?' শিশিরকুমার বল্লেন- 'ওই খালি চেয়ারগুলোকে দর্শক ভেবে চুটিয়ে অভিনয় করে যা।"[২৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুতরাং যিনি ব্যবসাদারীর কথা না ভেবে খালি হলে অভিনয় চালিয়ে যেতে বলেন, তিনি 'দুর্বোধ্য' তকমা পাওয়া নাটক করলে রঙালয়ে দর্শক হবে কিনা একথা চিন্তা করে 'রক্তকরবী' করলেন না এমন কথা মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে লেখক অনিল মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার দাসকে বলেছিলেন, —

> "দুর্বোধ্য বলেই শিশিরকুমার রক্তকরবী মঞ্চস্থ করেননি এমন সিদ্ধান্ত উচিত বিচার হয় না এবং এটা একেবারেই ঠিক নয়। শিশিরকুমার যদি লোকের রায় শুনে অর্থাৎ টিকিট বিক্রী বেশি হবে বিবেচনায় নাটক নির্বাচন করতেন তবে কি দৈন্যদশায় তাঁর জীবন শেষ হয়?"[২৮]

তবে 'রক্তকরবী'র অভিনয়গুণ সম্পর্কে হয়তো শিশিরকুমারের একটা সংশয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে সাধারণ রঙ্গালয়ের মানসিক প্রবণতার কথা বলতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, —

> "সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মানসিক প্রবণতা বোঝা যায় *ডাকঘর*, *তাসের দেশ* বিষয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতো নটের মন্তব্যে যে 'ওগুলো কি নাটক হল? ওঁর কোন বই-ই দাঁড়ায়নি, এমনকি *তপতী*ও না'। এখানে 'এমনকি' বলবার একটা তাৎপর্য ছিল। 'রবীন্দ্রনাথের মোটে দু'খানি সফল নাটক আছে' বলে যখন শিশিরকুমারের মনে হতো, উদাহরণ হিসেবে সবসময়েই তখন তিনি বলতেন শুধু *তপতী* আর *মালিনী*র কথা, 'বাকি সব কিছু নয়'। কিন্তু সেই *তপতী*ও তাহলে শেষপর্যন্ত দাঁড়ায়নি'— আর বাকি সব যে নাটকই নয়, এ-রকম শিশিরকুমার বলছেন বহুরূপীর 'রক্তকরবী' মঞ্চে আসবারও তিন-চার বছর পর।"[২৯]

ফলে মনে হয় নন্দিনীর অভাব এবং সেই সঙ্গে 'রক্তকরবী'র অভিনয়গুণ সম্পর্কে সংশয়ের কারণেও হয়তো শিশির ভাদুড়ী 'রক্তকরবী' করলেন না। কুমার রায় লিখেছেন, —

> "সময় অনুকূল ছিল না বোধহয় সাধারণ রঙ্গালয়ের রক্তকরবী প্রযোজনার।"[৩০]

এছাড়াও আরও একজন 'রক্তকরবী' প্রযোজনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সম্মতিতেই, যদিও সে উদ্যোগও বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি হলেন রামকিঙ্কর বেইজ। একবার রামকিঙ্করের চেষ্টায় শান্তিনিকেতনে 'রক্তকরবী'র মহলাও শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সে মহলা দেখতেও এসেছিলেন। মহলা দেখতে এসে তিনি বলেছিলেন, —

> "আমি তো এটা পড়বার জন্য লিখেছি হে। এটা কি অভিনয় করা যাবে? আচ্ছা দেখি কি করছ তোমরা!' – বলে পরপর তিন দিন মহলা দেখে তিনি নন্দিনীর ভূমিকাভিনেত্রীর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন - 'আমার নন্দিনীর মধ্যে যেমন উচ্ছলতা আছে, তেমনি গভীরতা আছে। এর অভিনয়ে গভীরতাটা নেই'। রাণু ঘোষ করেছিলেন নন্দিনী। বিশু শান্তিদেব ঘোষ। তিনদিন রিহার্সালের পর সে নাটক স্থগিত হয়ে যায়, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বাইরে চলে গিয়েছিলেন বলে।"[৩১]

'রক্তকরবী'র এই মহলা যে রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত হয়নি তা বোঝাই যায়, তবে মহলা দেখবার আগেই 'আমি তো এটা পড়বার জন্য লিখেছি হে, এটা কি অভিনয় করা যাবে?' এই মন্তব্যের কারণটা ঠিক কি তা বুঝতে অসুবিধে হয়। কারণ 'রক্তকরবী' অভিনয়ের ইচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের মনে সুপ্ত ছিল তার প্রমাণ তাঁর লেখা চিঠিপত্রগুলিই। তাহলে কি 'রক্তকরবী'কে যেরকম ভাবে তিনি রঙমঞ্চে দেখতে চাইছিলেন তা যেহেতু নিজেও করে উঠতে পারলেন না, শিশির ভাদুড়ীও পারলেন না, এবং তাঁর মানস নন্দিনীর সঙ্গে বাস্তবে কারুরই তেমন সাযুজ্য পাচ্ছিলেন না তাই কি 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়ন সম্পর্কে অনাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন কবি? আর তাই-ই কি এ মন্তব্য? কারণ এরপর যখন প্রথবার 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হবে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথেরই আত্মীয়বর্গের দ্বারা, সেইসময়কার কবির লেখা কিছু চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় সেই প্রযোজনা নিয়েও প্রথমদিকে কবি খুব বেশি উৎসাহী ছিলেন না। আসব সে প্রসঙ্গে।

৩. **বহুরূপী পূর্ববর্তী 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়ন :** এবার আসি যে যে অভিনয় হল তার প্রসঙ্গে। কবির জীবদ্দশায় তাঁর উপস্থিতিতে 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয় কেবলমাত্র একবার। তবে তার আগে লন্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক 'রক্তকরবী'র কবি-কৃত ইংরেজি অনুবাদ Red Oleanders' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই ১৯২৬ সালে এর প্রথম অভিনয় হয় এডিনবার্গে।[৩২] সেইদিক থেকে দেখতে গেলে এটাই 'রক্তকরবী' তথা 'Red Oleanders' এর প্রথম মঞ্চায়ন। দ্বিতীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মঞ্চায়ন ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে, বোম্বাইতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের 'উন্নতশীল যুবকের চক্র' 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করে।[৩৩]

এরপরেই মঞ্চস্থ হয় সেই প্রযোজনাটি যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ৬ই এপ্রিল The Tagore Dramatic Group এর উদ্যোগে বিহারের ভূমিকম্পে পীড়িতদের সাহায্যার্থে কলকাতার নাট্য-নিকেতন মঞ্চে সন্ধ্যে সাতটায় মঞ্চস্থ হয় 'রক্তকরবী'। এই প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সদস্যরাই। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন প্রবোধেন্দু ঠাকুর, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রযোজনাটির নির্দেশনার ভার নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সংগীতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। রাজা সেজেছিলেন প্রবোধেন্দু ঠাকুর এবং নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন একজন পুরুষ, নাম জগমোহন মুখোপাধ্যায়। এই অভিনয় উপলক্ষে 'রক্তকরবী' নামে অবনীন্দ্রনাথ একটি নাট্যপরিচয় লিখেছিলেন। যেটি খানিক সংশোধন করে দিয়েছিলেন স্বয়ং কবি। লিখেছিলেন, —

> "অবন তোমার রক্তকরবীর ভূমিকাটির পরে একটু আমার কলম বুলিয়ে দিলুম। ওটাতে নাটকের অর্থ বোঝবার সহায়তা করবে।"[৩৪]

এই অভিনয় উপলক্ষে একটি মুদ্রিত অভিনয়পত্রী প্রকাশ করা হয়েছিল, যার প্রথম পাতাতে আঁকা ছিল একটা মাকড়সার জাল এবং তার পাশে একটি রক্তকরবী ফুল, আর ছবির বাম দিকে লাল কালিতে লেখা ছিল 'রক্তকরবী'। ভিতরের পাতায় ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ভূমিকম্প' শীর্ষক একটি কবিতার 'পাণ্ডুলিপি ফ্যাকসিমিলি', ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের দু'খানা ছবি, অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'রক্তকরবী' শীর্ষক সেই নাট্যপরিচয় এবং নাটকের গানগুলি। তবে একটা অবাক করবার মতো বিষয় হল এখানে মুদ্রিত 'রক্তকরবী'র অন্যান্য গানগুলির সঙ্গে একটি নতুন গানের উল্লেখ ছিল, ধ্বজাপূজক দলের গলায় 'ফুল দেখি লাগিল আশ/ আব ভোমরা যাব তোমার পাশ'। কুমার রায়ের মতে, —

> "এই আধা লোক আঙ্গিকের গানটি অবনীন্দ্রনাথের সংযোজন, কোনোক্রমেই রবীন্দ্ররচনা নয়।"[৩৫]

এই অভিনয় দেখতে কবি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। সে অভিনয় কবির কেমন লেগেছিল সে সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া না গেলেও তাঁর একটি চিঠি থেকে মনে হয় সে অভিনয় রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত হয়নি। এর আগের পরিচ্ছেদে বলেছিলাম 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করবার ব্যাপারে একসময় কবি অনাসক্ত হয়ে পড়েন, এবং ১৯৩৪ এর এই অভিনয়ের প্রতিও কবি প্রথমদিকে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। এই সময়ে লেখা কবির কিছু চিঠিপত্র যদি আমরা দেখি তাহলে এই অনুৎসাহী ভাবটার কিছুটা আন্দাজ পাব। ১৫ই মার্চ ১৯৩৪ শান্তিনিকেতন থেকে নির্মলকুমারী মহালানবিশকে কবি লিখেছিলেন, —

> "প্রফুল্ল ঠাকুরের বাড়ি থেকে নোটিস এসেছে ওদের রক্তকরবীর পালা শুরু হবে ২৬শে মার্চে। আমি সশরীরে উপস্থিত থাকি এই ওদের ইচ্ছে।"[৩৬]

এর দিন পাঁচেক পরেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠিতে লেখেন, —

> "আমি কলকাতায় যাব না ঠিক করেছিলুম। আজকাল যাতায়াতটা ক্লেশকর, পাথেয় খরচটাও ... আমি ২৬শে তারিখে যাত্রা ক'রে সেই দিন অপরাহ্নে বরানগরে পৌঁছব – তার পরে তোমাদের পালা আরম্ভের পূর্ব্বে তোমাদের রিহার্শাল একদিন দেখতে পাব। কিন্তু একেবারে শুভদৃষ্টির সময়েই প্রথম দেখা ভালো মনে করি।"[৩৭]

আবার ২৯শে মার্চ হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছিলেন, —

> "সেখানে আমার আত্মীয়বর্গ রক্তকরবী অভিনয়ে প্রবৃত্ত তাদেরি আহ্বানে যেতে হচ্চে।"[৩৮]

এই চিঠির বয়ানগুলো থেকে মনে হয় নিজের গরজে বা উৎসাহে 'রক্তকরবী' দেখতে যাওয়ার চেয়ে আহ্বানটাই যেন প্রধান। রবীন্দ্রনাথ এই প্রযোজনার উদ্যোক্তাদের নাকি তাঁর অন্য কোনো নাটক করবার কথা বলে অনেক বুঝিয়েছিলেন,—

> "জানিস আমি নিজে কখনও রক্তকরবী করিনি। কেন করিনি তাও বলি, আমার কলম থেকে যে নন্দিনী রূপ নিয়েছে বাস্তবে তার সন্ধান আমি পাইনি। আজও সে আমার দেখার আড়ালেই আছে। তাই, রক্তকরবী আমি ধরতে পারলুম না।"[৩৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' না করবার এবং প্রযোজনার ব্যাপারে অনাসক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে এর থেকে স্পষ্ট্য উত্তর আর হয়না। যদিও তারপরে নাকি এই প্রযোজনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উৎসাহ এসেছিল।[৪০] অথচ এই প্রযোজনায় যে নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন একজন পুরুষ, সে সংবাদ কবির কাছে ছিল না। এই অভিনয়ের শেষে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, —

> "অবন, এমন অনবদ্য নন্দিনীর সন্ধান পেলে কী করে? মেয়ে কোন বাড়ীর? অবনীন্দ্রনাথ হেসে জবাবা দেন, 'ও মেয়ে নয়। আমাদের অভয়ানন্দের ভাগনা।"[৪১]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই প্রযোজনায় নন্দিনীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জগমোহন মুখোপাধ্যায়। জোড়াসাঁকোয় ফিরে পরের দিন কবি হেমন্তবালা দেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, —

> "কাল রক্তকরবী অভিনয় থেকে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে জোড়াসাঁকোয় ফিরে তোমার প্রেরিত ফল ও মিষ্টান্নের অর্ঘ্য দেখে খুশি হয়েছি।"[৪২]

প্রযোজনাটি দেখে কবির মন ক্লান্ত হলেও প্রযোজনাটি হাউজফুল হয়েছিল। বিশেষত কবি স্বয়ং অভিনয় দেখতে আসবেন বলে প্রচুর টিকিট বিক্রি হয়েছিল এবং অনেক দামে, প্রায় আড়াইশো-তিনশো টাকা দামে। অভিনয় দেখতে দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, সজনীকান্ত দাস, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যামিনী রায় প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা। এই প্রযোজনাটিই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 'রক্তকরবী' নাটকের শেষ প্রযোজনা।

এরপর 'রক্তকরবী' অভিনয় হয় রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর, টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপের প্রযোজনাটির এগার বছর পর, ১৯৪৫ সালে, দ্য নিউ স্টেজ কমিউনাল দলের গীতা বন্দোপাধ্যায় ও অমর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। সে প্রযোজনার সম্ভবত একটি মাত্র অভিনয়ই হয়েছিল। এর বেশি অথ্য এ সম্পর্কে অমিল।

এরপর 'রক্তকরবী' অভিনয় হয় ১৯৪৭ সালে। এই একই বছরে 'রক্তকরবী'র তিনটি প্রযোজনার খোঁজ পাওয়া যায়। একটি শান্তিনিকেতনে, শান্তিনিকেতনে সর্বপ্রথম 'রক্তকরবী' অভিনয় এটিই। ১৮ই ফেব্রিয়ারি ১৯৪৭-এ সিংহসদনে এই প্রযোজনাটি মঞ্চস্থ হয়। এই প্রযোজনায় নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জয়শ্রী চন্দ (সেন), নেপথ্য থেকে রাজা করেছিলেন শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বিশু লোকনাথ ভট্টাচার্য, কিশোর চরিত্রে অনসূয়া গুপ্ত প্রমুখরা। প্রযোজনাটির নির্দেশক ছিলেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ, তিনি অধ্যাপক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এবং শান্তিনিকেতনের এই প্রযোজনাটির মঞ্চসজ্জা করেছিলেন নন্দলাল বসু এবং তাঁকে রূপসজ্জায় সাহায্য করেছিলেন রামকিঙ্কর বেইজ।[৪৩] এই প্রযোজনার দর্শক প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

এই বছরের আর একটি 'রক্তকরবী' প্রযোজনা হয় কলকাতার কালিকা সিনেমা হলে। ১৯৪৭ সালের ৬ই ও ৭ই অক্টোবর 'গীতবিতান' রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন ঐতিহাসিক কালিদাস নাগের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেছিল 'রক্তকরবী'। প্রযোজনাটিতে কালিদাস নাগের সহ পরিচালক ছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। এতে বিশুর ভূমিকায় অভিনয় এবং গান করেছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' বইতে লিখেছেন,—

> "১৯৪৭ সনে 'গীতবিতান' রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন থেকে নেমন্তন্ন পেলাম ওদের রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে অভিনয় করার জন্য। ... তাতে 'বিশুপাগলের' ভূমিকায় আমায় অভিনয় এবং গান করতে হয়েছিল।"[৪৪]

নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উমা চ্যাটার্জ, অধ্যাপকের ভূমিকায় নবেন্দু চৌধুরি প্রমুখরা। তৎকালীন বাংলার রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি উপস্থিত হয়েছিলেন এই প্রযোজনাটি দেখতে।

ওই বছরই অর্থাৎ ৪৭ সালের শেষের দিকে 'রক্তকরবী'র আরও একটি প্রযোজনা হয়, শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। বামপন্থী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অনুরোধে তাদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেবব্রত বিশ্বাস এই প্রযোজনাটি পরিচালনা করেন। এই প্রযোজনায় নন্দিনী করেছিলেন কণিকা মজুমদার, রাজা শম্ভু মিত্র, বিশুর ভূমিকায় আবারও দেবব্রত বিশ্বাস নিজে, চন্দ্রা তৃপ্তি মিত্র, অধ্যাপক নবেন্দু চৌধুরি, ইনি কালিকা সিনেমা হলের প্রযোজনাটিতেও অধ্যাপকের ভূমিকাতেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিনয় করেছিলেন, সর্দার কালী ব্যানার্জী, গোঁসাই সজল রায় চৌধুরী এবং কয়েকজন ট্রাম শ্রমিক খনি-শ্রমিকদের ভূমিকাতে অভিনয় করেছিলেন। কণিকা মজুমদার এক সাক্ষাৎকারে নন্দিনী করবার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন,—

> "জর্জদা আমাকে বললেন, 'রক্তকরবী করব। তুই নন্দিনীর চরিত্রে অভিনয় করবি'। আমি তো অবাক। আগে কোনোদিন কোথাও অভিনয় করিনি। জর্জদা নাছোড়বান্দা। ...শো-এর আগের দিন খুব সিরিয়াস হয়ে গেলাম। ভাবছি, কী করে অভিনয় করব। ভয়ের চোটে জ্বর এসে গেল, প্রচণ্ড জ্বর। ...তারপর একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার। প্রথম দৃশ্যেই নন্দিনীর প্রবেশ। ওরা আমাকে প্রায় ঠেলে দিল স্টেজে। মিউজিক শুরু হয়ে গেল। আমিও কেমন যন্ত্রচালিতের মতো গান গাইতে শুরু করে দিলাম। কীরকম স্বপ্নের মতো সব ঘটে গেল।"[৪৫]

প্রযোজনাটির মঞ্চ-পরিকল্পনা করেছিলেন শিল্পী সূর্য রায় এবং খালেদ চৌধুরী, যিনি আর কিছু বছর পর ১৯৫৪-য় বহুরূপীর সেই ঐতিহাসিক প্রযোজনাতেও 'রক্তকরবী'র মঞ্চ নির্মাণ করবেন। খালেদ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, —

> "১৯৪৭ সালে জর্জদা রক্তকরবী করেছিলেন। জর্জদা একদিন বললেন, 'একটা সেট কইর‍্যা দাও'। সেট-র কিছুই আমি জানি না। কোনোদিন নাটক করিনি। বললেন, তোমার লগে একজন আছে, সূর্য রায়-তার লগে তুমি গিয়া কামটা কইর‍্যা দাও। রক্তকরবী পড়লাম। দেখলাম, বারবার জালের কথা বলা আছে। ... দু'জনে ভবানীপুরে যারা নেট ভাড়া দেয় তাদের কাছ থেকে একটা জাল সংগ্রহ করে টাঙিয়ে দিলাম আমরা। অপরিণত বুদ্ধি যা মাথায় এসেছে সেই সময়ের কাজটা তাই করেছি। কাজটা হয়ে গেল। ওটা যে সিরিয়াস একটা ব্যাপার, তার ভেতরে ঢোকার মানসিক অবস্থাই ছিল না।"[৪৬]

এই প্রযোজনাতে সেই জালেরই একটা ফালি খুলে রাজার দরজা করা হয়েছিল, তবে রাজা কখনোই জালের বাইরে বেরিয়ে আসেনি। আর এখানে বিশুর ভূমিকায় দেবব্রত বিশ্বাস গৈরিক পোশাক পরে কমন্ডলু হাতে নিতেন। এই প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, —

> "এর থেকে বোঝা যায় যে, কীভাবে সাত্ত্বিক ভাবা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটককে, নাট্যযাথার্থ্যকে সরিয়ে রেখে ১৯৫৪ সালের অল্প কয়েকবছর আগেও।"[৪৭]

খালেদ চৌধুরী জানিয়ে ছিলেন প্রযোজনাটি উচ্চমানের হয়নি বরং তাতে কিছু ভুল ত্রুটিও ছিল। এই যেমন সর্দার যখন নন্দিনীর কাছে কুন্দফুলের মালা চায়, তখন নন্দিনী বলে এই নাও ফুল, আর কুন্দফুলের মালা দেওয়াটা মুদ্রার মাধ্যমে দেখানো হয়, সত্যিকারের মালা নিয়ে সে ঢোকেনি কিন্তু মুদ্রাটা খালেদ চৌধুরীর কাছে বেমানান মনে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গটি কণিকা মজুমদারও তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যে তারা সাজিতে ফুল দিয়েছিল কিন্তু মালা দিতে ভুলে গিয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারে তিনি এও বলেছিলেন, নাটকটা কোনোরকমে হওয়ার পর শম্ভু মিত্র তাকে বলেছিলেন, 'এভাবে হবে না, ঠিক করে রিহার্সাল দিতে হবে'। যাইহোক, তবে এই থিয়েটার দেখতে এসেছিল অসংখ্য সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। এরপর বহুরূপীর সেই ঐতিহাসিক প্রযোজনাটির আগে 'রক্তকরবী'র আর একটি প্রযোজনা হয়েছিল ১৯৫৩ সালে, করেছিল কলকাতার সন্ধ্যানীড় গোষ্ঠী, তবে এ প্রযোজনা সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং এই হল বহুরূপী-পূর্ব *'রক্তকরবী'র* উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন।

Reference:

১. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৬২

২. তদেব

৩. কুন্ডু, প্রণয়কুমার (সম্পাদিত), রক্তকরবী পান্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৯৮, পৃ. ৫৮৩

৪. ঘোষ, শঙ্খ, উর্বশীর হাসি, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০১৯, পৃ. ১৪৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. রায়, কুমার, 'নাটক রক্তকরবী : সঙ্গ-অনুষঙ্গ এবং ঐতিহাসিক এক প্রযোজনার প্রস্তুতি পর্ব', কলকাতা, বহুরূপী পত্রিকা ১০৪, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ৭৮-৭৯
৬. ভট্টাচার্য, সুপ্তি, 'চিঠিপত্রে রক্তকরবী', কলকাতা, কৃত্তিবাস পত্রিকা, ১ মে ২০২৫, পৃ. ১৪-১৫
৭. কুন্ডু, প্রণয়কুমার (সম্পাদিত), রক্তকরবী পান্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৯৮, পৃ. ৫৮১
৮. ঘোষ, শঙ্খ, উর্বশীর হাসি, কলকাতা, প্যাপিরাস, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ১৫০
৯. ভট্টাচার্য, সুপ্তি, 'চিঠিপত্রে রক্তকরবী', কলকাতা, কৃত্তিবাস পত্রিকা, ১ মে ২০২৫, পৃ. ১৭
১০. তদেব
১১. ঘোষ, শঙ্খ, উর্বশীর হাসি, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০১৯, পৃ. ১৫০
১২. তদেব
১৩. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৬৩
১৪. ঘোষ, শঙ্খ, 'রক্তকরবী প্রযোজনার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৩৩
১৫. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৬৫
১৬. সেন, অমিতা, "সেদিনের কথায় মন আজও উত্তেজিত হয়ে ওঠে", তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রসংখ্যা : রক্তকরবী, মে,২০০৫, পৃ. ১১৭
১৭. দাস, প্রভাতকুমার, 'রক্তকরবী-বিতর্ক : অভিযোগ ও অভিনন্দনের খতিয়ান, কলকাতা, বহুরূপী পত্রিকা ১০৪, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ২৫২
১৮. তদেব
১৯. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৭০
২০. দাস, প্রভাতকুমার, 'রক্তকরবী-বিতর্ক : অভিযোগ ও অভিনন্দনের খতিয়ান, কলকাতা, বহুরূপী পত্রিকা ১০৪, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ২৫২
২১. দাস, প্রভাতকুমার, 'রক্তকরবী-বিতর্ক : অভিযোগ ও অভিনন্দনের খতিয়ান, কলকাতা, বহুরূপী পত্রিকা ১০৪, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ২৫২-২৫৩
২২. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৭০
২৩. দাস, প্রভাতকুমার, 'রক্তকরবী-বিতর্ক : অভিযোগ ও অভিনন্দনের খতিয়ান, কলকাতা, বহুরূপী পত্রিকা ১০৪, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ২৫৩
২৪. তদেব
২৫. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৬৯
২৬. ভট্টাচার্য, শঙ্কর, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার, কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরী, অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃ. ১৮৩
২৭. তদেব, পৃ. ১৮৬
২৮. দাস, প্রভাতকুমার, 'রক্তকরবী-বিতর্ক : অভিযোগ ও অভিনন্দনের খতিয়ান, কলকাতা, বহুরূপী পত্রিকা ১০৪, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ২৫৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৯. ঘোষ, শঙ্খ, 'প্রতীক থেকে রক্তমাংসে', কলকাতা, বহুরূপী পত্রিকা ১০৪, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ১৬৩
৩০. রায়, কুমার, 'নাটক রক্তকরবী : সঙ্গ-অনুষঙ্গ', মিরান্দা কলকাতা, রক্তকরবী নিয়ে নতুন চিন্তা, ২০০৬, পৃ. ১৬৩
৩১. দাস, প্রভাতকুমার, 'রক্তকরবী-বিতর্ক : অভিযোগ ও অভিনন্দনের খতিয়ান, কলকাতা, বহুরূপী পত্রিকা ১০৪, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ২৫৪
৩২. চক্রবর্তী, বাসুদেব, 'The Unrecognized Work of Tagore as Translator: An Assessment of Red Oleanders' প্রবন্ধে লিখেছেন, - 'Red Oleanders was staged in Edinburg sometime in 1926, immediately after its first publication by the Macmillan Company'. Rupkatha Journal Vol 2 No 4, পৃ. ৫১৫
৩৩. https://daakbangla.com/non-fiction/rabindranath-tagore-and-red-oleandars-history-of-staging-of-the-play-in-a-unique-way/
৩৪. ভট্টাচার্য, সুপ্তি, 'চিঠিপত্রে রক্তকরবী', কলকাতা, কৃত্তিবাস পত্রিকা, ১ মে ২০২৫, পৃ. ১৬
৩৫. রায়, কুমার, 'নাটক রক্তকরবী : সঙ্গ-অনুষঙ্গ', মিরান্দা কলকাতা, রক্তকরবী নিয়ে নতুন চিন্তা, পাপিয়া রায় (সম্পা), ২০০৬, পৃ. ১৬১
৩৬. ঘোষ, শঙ্খ, উর্বশীর হাসি, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০১৯, পৃ. ১৫৪
৩৭. সুপ্তি, 'চিঠিপত্রে রক্তকরবী', কলকাতা, কৃত্তিবাস পত্রিকা, ১ মে ২০২৫, পৃ. ১৬
৩৮. ভট্টাচার্য, তদেব, পৃ. ১৭
৩৯. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৬৬
৪০. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' সমকালীন প্রতিক্রিয়া বইতে উল্লেখ করেছেন, "তারপর থেকে এ-ব্যাপারে নানা রূপে উৎসাহ আসছে তাঁর কাছ থেকে। যে-কপি ধরে মহড়া হবে সেই কপি চেয়ে পাঠালেন একদিন। সেই কপিতে স্বহস্তে কিছু অদলবদল করে দিলেন। কয়েকটি নতুন সংলাপও যোগ করলেন...নিয়মিত খোঁজখবর রাখছেন রবীন্দ্রনাথ। আর অবনীন্দ্রনাথ তো নিয়মিত আসছেন মহড়ায়। প্রায় মাস দুই মহড়া চলল', পৃ. ১৯৫-১৯৬
৪১. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৬৬
৪২. রায়, কুমার, 'নাটক রক্তকরবী : সঙ্গ-অনুষঙ্গ', মিরান্দা কলকাতা, রক্তকরবী নিয়ে নতুন চিন্তা, পাপিয়া রায় (সম্পা), ২০০৬, পৃ. ১৬১ - ১৬১
৪৩. চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, 'রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে বহুরূপীর 'রক্তকরবী', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৬৯
৪৪. বিশ্বাস, দেবব্রত, ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ফাল্গুন ১৩৮৫, পৃ. ৭২
৪৫. মজুমদার, কণিকা, 'বহুরূপীর রক্তকরবী দেখে আবার নন্দিনী সাজতে ইচ্ছা করছিল', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র সংখ্যা : রক্তকরবী, মে, ২০০৫, পৃ. ১২২
৪৬. খালেদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুলিখন, 'বহুরূপীর রক্তকরবী ও খালেদ চৌধুরী', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র সংখ্যা : রক্তকরবী, মে, ২০০৫, পৃ. ৯৩
৪৭. ঘোষ, শঙ্খ, 'রক্তকরবী প্রযোজনার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা', কলকাতা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৬২